ভূমিকা

রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সতীদাহ প্রথা রদ হয়। এর পরেই প্রয়োজন ছিল বিধবার পুনর্বিবাহের। সতী প্রথা চালুর সময়কালে যুবতী বিধবার সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়নি। কারণ স্বামীর মরণের সঙ্গে সঙ্গে বিধবা নারীকে চিতার যূপকাষ্ঠে পুড়িয়ে মারা হত। এই ঘৃণ্য প্রথা যখন রামমোহনের প্রচেষ্টায় বন্ধ হল তখন সমাজে যুবতী হিন্দু বিধবার সংখ্যা দিনদিন বেড়ে গেল। যুবতী বিধবা রমণী যৌবন ক্ষুধার তাড়নায় ও প্রবল দুর্বার রিপু বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বাধ্য হল গোপনে যৌন মিলনে। সমাজে দেখা দিল ভ্রূণ হত্যার একাধিক অবাঞ্ছিত ঘটনা। দেখা দিল নাবালিকা বিধবার সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার নানান ষড়যন্ত্র। বিধবা কিশোরীকে উপবাস আর অর্ধহার, সাদা থান পরিধান করে যৌবনে যোগিনী হতে বাধ্য করা হল। সমাজে দেখা দিল নানান ক্রাইম। মহামারীর রূপ নিয়ে সমাজে দেখা দিল ভ্রূণ হত্যা, অবৈধ গর্ভপাত, অবৈধ প্রণয়, বেশ্যাবৃত্তি। গ্রামের বঞ্চিত যুবতী বিধবারা জীবন বাঁচানোর তাগিদে নতুন গড়ে ওঠা শহর কলকাতার রাজপথে দেহব্যবসায়িনী পণ্যজীবী হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল। বাধ্য হয়েছিল বাবুদের রক্ষিতা হয়ে জীবন কাটাতে। বিধবা নারীর এই সংকটাপন্ন রূপ সেকালের নাট্যকারেরা তাঁদের সাহিত্যে তুলে ধরলেন মরমী দৃষ্টিকোণ থেকে।

বিধবা সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত বাংলা সাহিত্য নিয়ে সমকালে ও উত্তরকালে টুকরোভাবে ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নানান আলোচনা হয়েছে। বস্তুত সে সব গবেষণার মূল প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে প্রবন্ধ সাহিত্য ও কাব্যসাহিত্যকে ঘিরে। বিষয়ের গভীরে প্রবেশ ও বিশেষ একটি সাহিত্যশাখা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা বিধবাদের সংকট-দোলাচলতা ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হবার লক্ষ্যে উনিশ শতকের নাট্যসাহিত্যকে নির্বাচন করেছি।

আমাদের গবেষণার কেন্দ্রে রয়েছে 'উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ'। নাটক ও নাট্যকলা এক স্বতন্ত্র মিশ্রশিল্প। নাটক শুধু পড়ার নয়, দেখারও। নাটকের সংলাপে সরাসরি চরিত্ররা তাদের মনের কথা ব্যক্ত করে। নাট্যশিল্পের এই প্রত্যক্ষতার কারণে নাটক অনেক বেশী জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। উনিশ শতকে 'বিধবা বিবাহ' আইন

প্রণয়নের (১৮৫৬) পর-পরই বাংলা ভাষায় বিশেষত সামাজিক নাটকে ও প্রহসনে বিধবা প্রসঙ্গটি উঠে আসে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে।

উনিশ শতকে বিধবা বিবাহ আন্দোলন সবচেয়ে সমাজ আলোড়নকারী ঘটনা। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরকে একাধিক বাধার মুখে পড়তে হয়। সমাজপতিদের চক্ষুশাসন উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালে 'বিধবা বিবাহে'র সপক্ষে সওয়াল করে লেখেন-'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর এর বিরুদ্ধাচারণ করে লেখা হয় একাধিক গ্রন্থ— নাটক, প্রবন্ধ ও কবিতার বই। হিন্দুশাস্ত্রের তথাকথিত পণ্ডিতবর্গ তর্কালঙ্কার, ন্যায়রত্ন, কবিরত্ন, তর্কসিদ্ধান্ত প্রমুখ বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করেছেন এবং বিদ্যাসাগরের মতকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন। সমকালে বঙ্কিমচন্দ্রের মত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ বিধবার পুনর্বিবাহ বিষয়টি ভালো চোখে দেখেননি। তাঁর *'বিষবৃক্ষ'*, *'কৃষ্ণকান্তের উইল'*, উপন্যাসে বিধবার পুনর্বিবাহের কুফল চিত্রিত করেছেন এবং বিধবা বিবাহের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

অর্থে লোভে অনেকে বিধবা বিবাহে সম্মত হয়েছিলেন। অর্থ লাভ করার পর অনেকেই বিধবা নারীর সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহকারীদের প্রবঞ্চনা দূর করবার হেতু একটি আলাদা চুক্তি পত্র লিখিয়ে নিতেন। যাতে এধরনের প্রবঞ্চনা রোধ করা যায়। ১৮৫৬ সালে 'বিধবাবিবাহ আইন' পাশ, ১৮৫৭ 'সিপাহী বিদ্রোহ' ১৮৬৭ সালে 'হিন্দুমেলা', ১৮৭২ এ 'সিভিল বিবাহ' এসব ঘটনা উনিশ শতকের নাটকের কাহিনীবৃত্তে ঘুরে ফিরে এসেছে বিধবার সংকট চিত্রণের অনুষঙ্গে।

মূলত উনিশ শতকের বাংলা নাটকে বিধবার পুনর্বিবাহ পরবর্তী জীবনে দেখা গেছে দু ধরনের চিত্র—দাম্পত্য মিলনের সুখচ্ছবি ও পুনর্বার সাংসারিক পীড়নে কাশীবাসী হবার উদ্যোগ চিত্র। হিন্দুধর্ম সংস্কারবশত অনেক হিন্দু বিধবা বৈধব্য আচারের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। উনিশ শতকের সমকালে অনেক বিধবার পুনর্বিবাহে — সমর্থন ছিল না। এই ধর্মভীরুতা লক্ষ্য গেছে একাধিক বাংলা নাটকের কাহিনীতে।

ভিন্ন বয়সের বিধবার ভিন্ন সমস্যা। ভিন্ন সংকটের টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত বিধবা নারীর দুঃখকথাকে প্রকাশ্যে আনলেন নাট্যকারেরা। অভিনীত হল রঙ্গমঞ্চে। প্রকাশ্যে এই সমাজিক সংকটের অভিনয়, সেকালের রক্ষণশীল ব্যক্তিদেরও নমনীয় হতে বাধ্য করেছিল। মূলত বাংলা সামাজিক নাটকে বিধবার সংকট চিহ্নিত হয়েছে তিন ভাবে,—পিত্রালয়ে ও শ্বশুরালয়ে বিধবা

নারীর সংকট, পদস্খলিত বিধবা নারীর সংকট, বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ জনিত সংকট রূপে।

বিধবা সমস্যা কেন্দ্রিক উনিশ শতকের সামাজিক নাটকে পুনর্বিবাহ পরবর্তী জীবনাচারের চিত্র সেভাবে উপস্থাপিত হয়নি। কারণ নাট্যকারদের প্রধান বলবার বিষয় ছিল, বিধবা বিবাহের প্রাসঙ্গিকতা সমাজে কতটা জরুরী বা জরুরী নয়। বিধবার বিয়ে দিয়ে, নতুন করে সংকট কিংবা বিধবার জীবনের সচ্ছলতা দেখানো নাট্যকারদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল না। বিধবা বিবাহ সমর্থন ও বিরোধিতা প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসাবে নাটকে এসেছে। সেইসঙ্গে উঠে এসেছে সমকালীন যুগ পরিবেশে বিধবাদের অসহায়তা, লাঞ্ছনা, পতিতা বৃত্তি গ্রহণ, গৃহত্যাগ,গর্ভপাত ঘটানো তথা ভ্রূণ হত্যা, ধর্মান্তর প্রভৃতি বিষয় ও কাশীবাসের উদ্যোগ চিত্র।

প্রসঙ্গত ১৮৫৬ হতে ১৯০০ এই দীর্ঘ সময়কালে রচিত বাংলা নাটকে কিভাবে বিধবা চরিত্র চিত্রিত হয়েছে, তাদের সংকট সমস্যা কিভাবে সমাজকে দোলায়িত করেছে সেই অভিসন্দর্ভ রচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। এক শতাব্দীকাল দূরে দাঁড়িয়ে উনিশ শতকের প্রায় চল্লিশটির অধিক দুষ্প্রাপ্য নাটক আলোচনার মধ্য দিয়ে এবং নাটক অভিনয় সম্পর্কে তৎকালীন দর্শকের প্রতিক্রিয়ার রূপ তুলে ধরে আমরা উনিশ শতকের যুগগত প্রেক্ষাপটে বিধবা চরিত্রদের মানসলোক অনুসন্ধান করে বিধবাদের সমস্যা ও সংকট চিত্রকে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে রূপদান করেছি।

———